কাঁচি দধি পান্তা ভাত খেতে দিল বিধি।
প্রভাতে ঘটিল কান্ড বিকালে নির্ব্ব্যধি।।
আইল ক্ষীরোদশায়ী ওড়াকান্দী পরে।
অদ্ভুত আশ্চর্য্য লীলা শেষ মন্বন্তরে।।
আধি ব্যাধি জ্বরজ্বালা সর্ব্ব যুগে হয়।
রোগের বিধান তার সাথে সাথে রয়।।
বৈদ্য ছিল, শাস্ত্রী ছিল, ছিল কবিরাজ।
আরোগ্য করিত ব্যাধি মানব সমাজ।।
রোগের আরোগ্য কর্ত্তা মহেশ্বর যিনি।
অথর্ব্ব বেদেতে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।।
এতদিন ছিল বিধি রোগ নাশিবারে।
রোগের বিনাশ হেতু বিধি ব্যবহারে।।
অদ্ভুত অপূর্ব্ব বিধি হরিচাঁদ আনে।
যাহাতে যে রোগ বৃদ্ধি সেই সে বিধানে।।
জ্বর রোগে স্নান নাই অন্নপথ্য বন্ধ।
সান্নিপাতিকেতে নাই জলের সম্বন্ধ।।
চিরকাল এ ব্যবস্থা আছে প্রচারিত।
ঠাকুরের বিধি শুন বিধির অতীত।।
জ্বরে স্নান অন্নপথ্য কাঁচি দধি চাই।
উপোস লঙ্ঘন দে'য়া কোন কিছু নাই।।
আশ্চর্য্য প্রভুর বাণী বেদ-বেদাতীত।
কাঁচা জলে সারে জ্বর প্লীহাদি যকৃত।।
যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের নিদারুণ ব্যাধি।
স্পর্শ মাত্রে সারে রোগ হীরামন নিধি।।
আরো তো আশ্চর্য্য লীলা করে সেই প্রভু।
অলৌকিক কার্য্য কেহ দেখে নাই কভু।।
যেদিন যুধিষ্ঠিরের রোগ সেরে গেল।
ঘটনা জানিয়ে তবে আরো রোগী এল।।
লোহারগাঁতী নিবাসী কালিয়া থানায়।
কার্ত্তিক নামেতে শুন এক রোগী হয়।।
প্লীহা যকৃতাদি আর বহুবিধ ব্যাধি।
ব্যাধির সেবাতে কাল কাটে নিরবধি।।
উমেশ খাঁ নামে পুনঃ রোগী আর'জন।
গোস্বামীর কাছে গিয়া দিল দরশন।।
মহাভাবে গোস্বামীজী ঝুঁকে অবিরত।
সেবেন রুক্মিনী দেবী জননীর মত।।
হেনকালে ভোরবেলা কার্ত্তিক উমেশ।
গোস্বামীর পানে চাহি রহে অনিমেষ।।
কি জানি কি দেখে তারা গোস্বামীর মাঝে।
কাঁদিয়া লোটায় পদে চুমি পদরজে।।
কার্ত্তিক দক্ষিণে কাঁদে বামেতে উমেশ।
রোগী স্পর্শে গোস্বামীর ছুটে ভাবাবেশ।।
ক্ষণমাত্র রক্তচক্ষু মেলিবারে পারে।
পরক্ষণে পদাঘাত কার্ত্তিকের শিরে।।
বজ্রসম সে আঘাত সহনে না যায়।
কার্ত্তিকের প্রাণবায়ু অগ্নি বাহরায়।।
বামপদ আলোড়নে দুর্বল উমেশ।
অর্দ্ধরশি দূর পড়ে হত-জ্ঞান-লেশ।।
মত্ত সিংহ প্রায়-স্বামী কহিছে বচন।
"রোগে ভুগে এলি বেটা মরগে এখন।।
বাবা হরিচাঁদ মোর পরম দয়াল।
দূর করে দেছে বাবা রোগের ময়াল।।
কোথাকার রোগী তোর কোথাকার রোগ।
থাকিতে দয়াল হরি তবু অনুযোগ?
আর রে রোগের স্পর্দ্ধা সহা নাহি যায়।
হরিচাঁদ রাজ্যে তোরা থাকিবি কোথায়।।
মোহরোগে জীবগণে দিতেছে যাতনা।
তা নাশিবে হরিচাঁদ প্রভু কেলেসোনা।।
পাপ-তাপ অন্ধকারে জীব মরে ঘুরে।
শারীরিক ব্যাধি ভার সহে কি প্রকারে।।
শারীরিক ব্যাধি যত দিবে তার দন্ড।
শুধু হরি বলে ডাক হোক না পাষন্ড।।
দেহসারে আত্মাসারে হরিচাঁদ প্রভু।
এমন দয়াল ভবে আসে নাই কভু।।"